দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 21.8.83 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 1 ...

...র হার : ঢাকা বোর্ড ৩৮.৭৮ ...ল্লা বোর্ড ৪৭.৬১ যশোর বোর্ড ৩২.৪৬ রাজশাহী বোর্ড ৩২.৩৬

৪ বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার ফল

(স্টাফ রিপোর্টার)

চারটি বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার ফল শনিবার প্রকাশিত হয়েছে। এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মোট ১ লাখ ৪৫ হাজার ৪শ ৬৫ জন। এর মধ্যে পাশ করেছে ৫৫ হাজার ৯৬ জন। পরীক্ষায় পাশের হার সর্বোচ্চ ৪৭ দশমিক ৬১ এবং সর্বনিম্ন ৩২ দশমিক ৩৬ ভাগ। ইসলামী শিক্ষা ও সংগীত বিভাগ থেকে এবার কেউ পাশ করেনি।

ঢাকা বোর্ডে এইচএসসি পরীক্ষার সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম হয়েছে ঢাকা কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের মোঃ মহিউদ্দিন মজুমদার (রোল ঢাকা ৬৮)। ৪টি বিষয়ে লেটারসহ সে মোট ৯৫৯ নম্বর পেয়েছে।

কুমিল্লা বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম হয়েছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র জসীম ইমরান (রোল কুম-১৮২৪৬)। ৪টি বিষয়ে লেটারসহ মোট ৯০১ নম্বর পেয়েছে।

যশোর বোর্ড থেকে সম্মিলিত মেধা তালিকায় যৌথভাবে প্রথম হয়েছে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের মোঃ সাঈদ আকমল (রোল ক্যাডেট-৩২) ও মোঃ হাবিবুর রহমান (রোল ক্যাডেট-৩৭)। উভয়ে ৪টি লেটারসহ মোট ৮৮০ নম্বর করে পেয়েছে।

রাজশাহী বোর্ডের সম্মিলিত

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

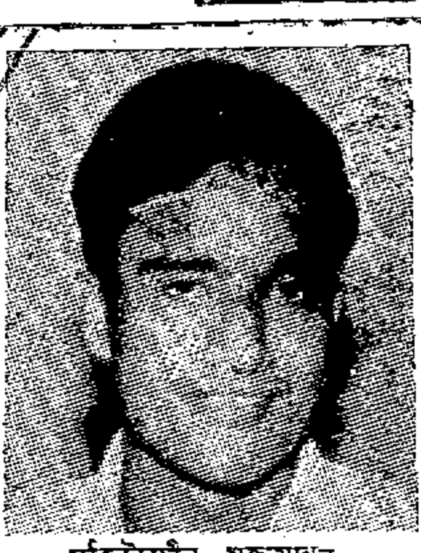

মহিউদ্দীন মজুমদার

মহিউদ্দিন সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

মহিউদ্দিন মজুমদার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার হতে ইচ্ছুক। গত কয়েক বছরের মধ্যে রেকর্ড নম্বর—মোট ৯৫৯ পেয়ে মহিউদ্দিন ঢাকা বোর্ডের এবারের এইচএসসি পরীক্ষার সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম হয়েছে।

ঢাকা কলেজের ছাত্র মহিউদ্দিন

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

মোঃ সাঈদ আকমল

যশোর বোর্ডে প্রথম সাঈদ আকমলের কোন টিউটর ছিল না

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

মোঃ সাঈদ আকমল যশোর বোর্ডে এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে। ৪টি লেটার নিয়ে সে মোট নম্বর পেয়েছে ৮৮০।

ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের ছাত্র সাঈদ আকমলের রোল নম্বর ছিল ক্যাডেট-৩২।

সাঈদ এসএসসি পরীক্ষাতে দশম স্থান দখল করেছিল।

বাবা-মার প্রথম সন্তান সাঈদ আকমল। বরাবরই পড়াশোনায় সে ভালো। পরীক্ষার আগে থেকেই সে রোজ স্টাডি করতো গড়ে ছ ঘন্টা। তার কোচ বা টিউটর ছিল না।

তার সখ ছবি আঁকা, গল্প ও কবিতা লেখা। তার ইচ্ছে, সে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে।

সাঈদ আকমলের পিতা জনাব মোঃ আকমল হোসেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের সিনিয়র ফ্যাকাল্টি মেম্বার। সাঈদের মা মিসেস আখতার বানু ভিকারুন্নেছা নূন স্কুলের একজন শিক্ষিকা।

সাঈদের পিতা বলেছেন, ছেলের রেজাল্ট দেখে আমরা সবাই খুশি। আমরা এমনই একটা কিছু আশা করেছিলাম।

জসীম

(১ম-পৃঃ পর)

অংক ও প্রকৌশল অংকন এই চারটি বিষয়ে লেটার পেয়েছেন।

জসীম ১৯৮১ সনে কুমিল্লা জেলা স্কুল থেকে এসএসসি পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছিলেন। একই স্কুল হতে ১৯৭৮ সনে তিনি জুনিয়র স্কলারশীপ পরীক্ষায় চট্টগ্রাম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করে প্রথম গ্রেডে বৃত্তি লাভ করেন।

পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর জসীমের প্রতিক্রিয়া জানতে গেলে তিনি জানান, এই ফলের জন্য তিনি খুবই সচেষ্ট ছিলেন। জসীম নিয়মিত লেখাপড়ার ব্যাপারেই জোর দেন বেশি। প্রতিদিন নিয়মিত তিনি ৬/৭ ঘন্টা লেখাপড়া করেছেন। বিনয়ী ও লাজুক প্রকৃতির জসিম ভবিষ্যতে প্রকৌশলী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলেন, তার লেখাপড়ার ব্যাপারে বাবা-মার অনুপ্রেরণাই তাকে বেশি সাহায্য করেছে। শিক্ষকদের উপদেশ ও পরামর্শ জসিম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন। জসীমের শখ, বাগান করা ও বই পড়া।

জসীম কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের প্রাক্তন বিদ্যালয় পরিদর্শক জনাব মোঃ আলী আশরাফ-এর কনিষ্ঠ পুত্র।

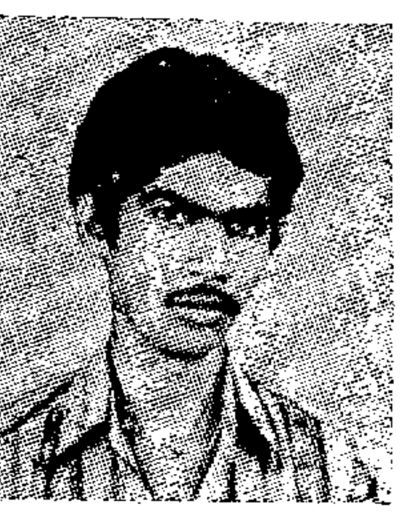

জসীম ইমরান

কুমিল্লা বোর্ডে প্রথম জসীম প্রকৌশলী হতে চান

।। আলী হোসেন চৌধুরী ।।

কুমিল্লা, ২০শে আগস্ট।—কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র জসীম ইমরান (রোল কুম-১৬২৪৬ বিজ্ঞান) ১৯৮৩ সনের এইচএসসি পরীক্ষায় সর্বমোট ৯০১ নম্বর পেয়ে সম্মিলিত মেধা তালিকায় কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে প্রথম স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করেছেন। জসীম পদার্থ, রসায়ন,

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

নায়লা খান। ঢাকা বোর্ডে মেয়েদের মধ্যে প্রথম

সোহেনী হক ইঞ্জিনীয়ার হবে

(স্টাফ রিপোর্টার)

সোহেনীর পিতা ইঞ্জিনীয়ার, বড় ভাই ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের ছাত্র। অংক সবচেয়ে ভালো লাগে। সোহেনী হক ভবিষ্যতে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার হতে চায়।

ঢাকা বোর্ডের এবারের পরীক্ষায় সোহেনী বিজ্ঞান শাখায় মেয়েদের মধ্যে দ্বিতীয় এবং সম্মিলিত মেধা

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

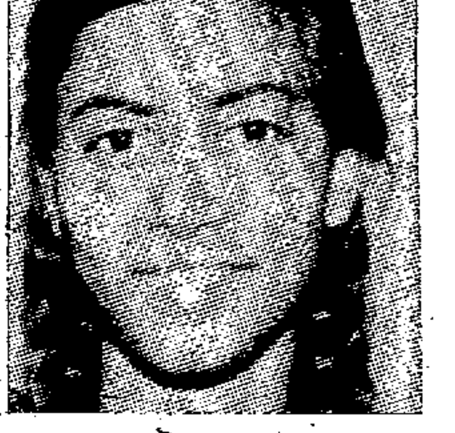

নাঈমা আখতার

নাঈমা অর্থনীতিবিদ হতে চায়

(স্টাফ রিপোর্টার)

'বাংলাদেশে আরো অর্থনীতিবিদের দরকার। তাছাড়া বিষয়টিও আমার প্রিয়।' নাঈমা আক্তার এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে কলা বিভাগে প্রথম হয়েছে।

অর্থনীতিতে উচ্চ শিক্ষা নেয়ার আগ্রহের পেছনে রয়েছে সদ্য প্রয়াত

(... পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

সোহেনী হক

এইচএসসি পরীক্ষার ফল

(১ম পৃঃ পর)

মেধা তালিকায় প্রথম হয়েছে রাজশাহী সরকারী কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের মোনালিসা হাবীব (রোল রাজ-ম৮১৮) ৩টি লেটারসহ সে মোট ৮৮৫ নম্বর পেয়েছে।

৪টি বোর্ড থেকে এবার এইচএসসি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ পেয়েছে মোট ৫ হাজার ৯ জন। দ্বিতীয় বিভাগে ২২ হাজার ৬শ ৫৪ জন এবং তৃতীয় বিভাগে ২৭ হাজার ৪শ ৩৩ জন পাশ করেছে।

ঢাকা বোর্ড থেকে পরীক্ষা দিয়েছিল ৪৪ হাজার ১শ ৪ জন। পাশ করেছে ১৭ হাজার ১শ ২ জন। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ২ হাজার ৫শ ৭৭ জন। দ্বিতীয় বিভাগে ৮ হাজার ৬শ ৫২ জন ও তৃতীয় বিভাগে ৫ হাজার ৮শ ৭৩ জন পাশ করেছে। পাশের হার গড়ে ৩৮ দশমিক ৭৮ ভাগ। ঢাকা বোর্ড থেকে প্রথম বিভাগে অন্যান্য বোর্ডের তুলনায় তিন গুণেরও বেশি ছাত্রছাত্রী পাশ করেছে। বিজ্ঞানে পাশের হার ৪৮ দশমিক ৪৭। কলা বিভাগে পাশের হার ২৯ দশমিক ২২ ভাগ।

কুমিল্লা বোর্ডে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৩ হাজার ৮শ ২০ জন। পাশ করে ১৬ হাজার ১শ ৩ জন। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ৭৫৮ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৫ হাজার ৫শ ৬০ জন এবং তৃতীয় বিভাগে পাশ করে ৯ হাজার ৭শ ৮৫ জন। পরীক্ষায় পাশের হার গড়ে ৪৭ দশমিক ৬১ ভাগ। এই হার সর্বোচ্চ বিজ্ঞানে পাশের হার ৫৬ দশমিক ৯৩ এবং কলা বিভাগে পাশের হার ৪৩ দশমিক ৭৩ ভাগ।

যশোর বোর্ডে পরীক্ষা দেয় ৩৪ হাজার ২শ ৭০ জন। পাশ করে প্রথম বিভাগে ৭শ ৫৬ জন। দ্বিতীয় বিভাগে ৪ হাজার ৫শ ২০ জন এবং তৃতীয় বিভাগে ৫ হাজার ৮শ ৪৭ জন। পাশের হার গড়ে ৩২ দশমিক ৪৬ শতাংশ। বিজ্ঞানে পাশের হার ৩৮ দশমিক ৩৯ এবং কলা বিভাগে পাশের হার ২৮ দশমিক ১৮ ভাগ।

রাজশাহী বোর্ড থেকে ৩৩ হাজার ২শ ৭১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১০ হাজার ৭শ ৬... জন পাস করেছে। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ৯শ ১৮ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৩ হাজার ৯শ ২২ জন ও তৃতীয় বিভাগে ৫ হাজার ৯শ ২৮ জন। পাসের হার ৩২ দশমিক ৩৬ ভাগ। ৪টি বোর্ডের মধ্যে এই হার সর্বনিম্ন। বিজ্ঞানে পাসের হার ৪০ দশমিক ৬৮ এবং কলা বিভাগে পাসের হার ২৬ দশমিক শূন্য ২ ভাগ।

ঢাকা বোর্ডের প্রথম ১০ জন

ঢাকা বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় এবার ঢাকা কলেজের প্রাধান্য। মেধা তালিকার প্রথম ১০ জনের মধ্যে রয়েছে ঢাকা কলেজের মোঃ মহিউদ্দিন মজুমদার (রোল ঢাকা ৬৮)। ৪টি লেটারসহ তার প্রাপ্ত নম্বর ৯৫৯। দ্বিতীয় মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজের খন্দকার জাহিদুল আলম (রোল মীর্জাপুর ক্যাডেট ১৬৫৯৮)। ৪টি লেটারসহ তার প্রাপ্ত

ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের। দ্বিতীয় স্থান কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের।

মেধা তালিকায় প্রথম স্থান কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের জসীম ইমরান (রোল কুম-১৮২৪৬)। ৪টি লেটারসহ তার প্রাপ্ত নম্বর ৯০১। দ্বিতীয়—ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের মোঃ শাহীন সাঈদ (রোল ফৌজ ১২৬৮০)। ৪টি লেটারসহ মোট নম্বর ৮৯৩। তৃতীয়—চট্টগ্রাম কলেজের কাজী নাছির উদ্দিন আহমদ (রোল চিট অ-১০৮২৬)। ৪টি লেটার। মোট নম্বর ৮৭৫। চতুর্থ—ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের আসফাক আহমেদ (রোল ফৌজ-১২৭১১)। ৩টি লেটার। মোট নম্বর ৮৫১। পঞ্চম—ভিক্টোরিয়া কলেজের একরামুল হক (রোল কুম-১৬৪১৬)। ৪টি লেটার। মোট ৮৪৫ নম্বর। ষষ্ঠ—অসিত কুমার পাল—ভিক্টোরিয়া কলেজ (রোল কুম-১৬৩০৭)। ৩টি লেটার মোট ৮৪২ নম্বর। সপ্তম—কুমিল্লা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলের মীর্জা মোঃ নুরুল হুদা (রোল কোট-১৬৮৮৭)। ৩টি লেটার। মোট ৮৩৬ নম্বর। অষ্টম—ভিক্টোরিয়া কলেজের মোঃ জসিমউদ্দিন ভূঁইয়া (রোল কুম-১৬৫০৪)। ৪টি লেটার। মোট ৮৩১ নম্বর। নবম—চট্টগ্রাম কলেজের শবনম আখতার (রোল চিট-ম-১০৮০৫)। ২টি লেটার নিয়ে ৮৩০ নম্বর। দশম—যৌথভাবে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের মুস্তাফিজুর রহমান (ফৌজ-১২৭০৭) ও সাঈদ হাসান (ফৌজ-১২৭১০)। উভয়ে ৩টি লেটারসহ মোট ৮২০ নম্বর পেয়েছে।

কুমিল্লা বোর্ডে কলা বিভাগে চট্টগ্রাম কলেজের নিয়াজ আহমদ খান (রোল চিট-৪৭৪৪) ৭১৭ নম্বর পেয়ে এবং বাণিজ্য বিভাগে চট্টগ্রাম সরকারী বাণিজ্য কলেজের আরিফ আহমেদ ২টি বিষয়ে লেটারসহ ৭১৪ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

যশোর বোর্ডের প্রথম ১০ জন

যশোর বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রাধান্য ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের। প্রথম ১০টি স্থানের ৪টিই পেয়েছে এই কলেজ।

যশোর বোর্ডে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে যৌথভাবে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের মোঃ সাঈদ আকমল (ক্যাডেট-৩২) এবং মোঃ হাবিবুর রহমান (ক্যাডেট-৩৭)। উভয়ে পেয়েছে ৪টি লেটারসহ ৮৮০ নম্বর। দ্বিতীয়—সাতক্ষীরা সরকারী কলেজের এস এম সেলিম আহমেদ (সাতক্ষীরা-৫)। ৩টি লেটার ও ৮৭৩ নম্বর। তৃতীয়—দৌলতপুর সরকারী বি এল কলেজের এস এ এইচ এম মেজবাউল ইসলাম (দৌলত—২০৪)। ৩টি লেটার ও ৮৫৬ নম্বর। চতুর্থ—যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজের মোঃ ফিরোজ আলম (ক্যান্ট-২)। ৩টি লেটারসহ ৮৪৮ নম্বর। পঞ্চম—ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের মোঃ আনোয়ার কামাল (ক্যাডেট-৪২)। ৩টি লেটারসহ ৮৩৭ নম্বর। ষষ্ঠ—ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের মোঃ খাদেমুল ইনসান (ক্যাডেট ৫)। ৩টি লেটারসহ ৮৩৫ নম্বর। সপ্তম—দৌলতপুর সরকারী বি এল কলেজের সুজিত কুমার দাস (দৌলত-২৩৯)। ৩টি লেটারসহ ৮৩৩ নম্বর। ...

নম্বর।

যশোর বোর্ডে কলা বিভাগে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের আবু সাঈদ মোহাম্মদ ওয়াহেদুজ্জামান (ক্যাডেট-৪৪) একটি লেটারসহ ৭৮৮ নম্বর পেয়ে শীর্ষস্থান দখল করেছে। বাণিজ্য বিভাগে শীর্ষস্থান বরিশালের সৈয়দ হাতেম আলী কলেজের মনীষ কুমার বাড়ৈ-এর (বরিশাল-১৯২০)। দুটি লেটারসহ তার প্রাপ্ত নম্বর ৭৭৫।

রাজশাহী বোর্ডের প্রথম ১০ জন

রাজশাহী বোর্ডের মেধা তালিকায় আধিপত্য রাজশাহী সরকারী কলেজ ও রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের।

এই বোর্ডে প্রথম হয়েছে রাজশাহী সরকারী কলেজের মোনালিসা হাবীব (রাজ-ম৮১৮) ৩টি লেটারসহ তার প্রাপ্ত নম্বর ৮৮৫। দ্বিতীয়—রাজশাহী সরকারী কলেজের মাহমুদ আলম (রাজ-৮১২)। ৩টি লেটারসহ ৮৭৩ নম্বর। তৃতীয়—রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের মোঃ মামদুদুর রশিদ (রাজ-ক্যাডেট-৫)। ৩টি লেটারসহ ৮৭২ নম্বর। চতুর্থ রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের মোঃ ফিরোজ মাইনুল হক (রাজ ক্যাডেট-৩৯)। ৩টি লেটারসহ ৮৫৬ নম্বর। পঞ্চম—যৌথভাবে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের আবদুল্লাহ আল মামুন (রাজ ক্যাডেট ২৪) ও নেয়ামুল বশীর (রাজ ক্যাডেট-৪৪) এবং পাবনা সরকারী এডওয়ার্ড কলেজের মামুনের রশীদ (পাব-৩৩৩)। ৩টি লেটারসহ তাদের প্রাপ্ত নম্বর ৮৫৩। ষষ্ঠ—রাজশাহী সরকারী কলেজের রায়হানা আউয়াল (রাজ-ম-৫০৬)। ৩টি লেটারসহ ৮৪৭ নম্বর। সপ্তম—কারমাইকেল কলেজের মোঃ ইকবাল বাহার (রং-৩৮৩)। ৩টি লেটারসহ ৮৪১ নম্বর। অষ্টম—যৌথভাবে রাজশাহী সরকারী কলেজের ফারহানা হক (রাজ-ম৫৫৯), রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের আলমগীর মোঃ সরওয়ার হোসেইন (রাজ-ক্যাডেট-৫৩) এবং কারমাইকেল কলেজের মোঃ আনিসুল হক (রং-৩৮২)। ৩টি লেটারসহ তারা ৮৩৯ নম্বর পেয়েছে। নবম—নওগাঁ সরকারী কলেজের মোঃ নজমুল হাসান (নওগাঁ-৮৭৫)। ৩টি লেটারসহ ৮৩৫ নম্বর। দশম—যৌথভাবে রাজশাহী সরকারী কলেজের ফরজানা সোহায়েল (রাজ ম-৫০৫) এবং মোঃ আখতারুজ্জামান সরকার (রাজ-৫৯৭)। ৩টি লেটারসহ তারা ৮৩৩ নম্বর পেয়েছে।

রাজশাহী বোর্ডে কলা বিভাগে ৭৪৮ নম্বর পেয়ে রংপুর ক্যাডেট কলেজের মোঃ গোলাম রব্বানী (রং-ক্যাডেট-১০০৭) এবং বাণিজ্য বিভাগে রাজশাহী সরকারী কলেজের মোঃ রবিউল ইসলাম সিদ্দিকী (রাজ ১০৪২) একটি লেটারসহ ৬৪২ নম্বর পেয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে।

মহিউদ্দিন

(প্রথম পৃঃ পর)

তার সাফল্যের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলো। এসএসসি পরীক্ষার সম্মিলিত মেধা তালিকায় তার স্থান ছিল তৃতীয়।

মহিউদ্দিন উৎসাহ পেয়েছে বাবা-মা এবং কলেজের শিক্ষকদের কাছ থেকে। চার বোন, দু ভাইয়ের মধ্যে সবার ছোট মহিউদ্দিনের বাবা জনাব আবু তাহের মজুমদার একজন কন্ট্রাক্টর। বাড়ি কুমিল্লার চান্দিনায়।

মহিউদ্দিন প্রতিদিন গড়ে ১০/১২ ঘন্টা পড়াশোনা করতো। বাসায় কোন গৃহশিক্ষক ছিলেন না। কলেজের স্যারদের বাসায় মাঝে মাঝে পড়তে যেতো। ছেলের সাফল্য সম্পর্কে বাবা বললেন, আমাদের আশা ছিল, ও ভালো করবে। সাফল্যে আমরা খুবই খুশী।

মহিউদ্দিন মজুমদারের সখ হচ্ছে বই পড়া এবং টিভি দেখা। প্রিয় লেখক রবীন্দ্রনাথ, মানিক বন্দোপাধ্যায়, শামসুর রাহমান এবং ডক্টর হুমায়ুন আহমদ। টিভির নাটক বেশী ভালো লাগে—প্রিয় নাট্যকার সেলিম আল দীন।